ঝিনাইদহে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ভাংচুরের প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ভাংচুরের প্রতিবাদ ও দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে। রোববার সকালে উপজেলার ভাটই বাজারে এ কর্মসূচী পালন করে ভাটই অটিজম ও প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এসময় ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বিদ্যালয়টির শিক্ষক, কর্মচারী, শিক্ষাথী ও অভিভাবকরা অংশ নেয়। এসময় বক্তব্য রাখেন, ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তরিকুল ইসলাম, সহকারী প্রধান শিক্ষক রিজভী আহমেদ, সালমা খাতুন, আয়েশা খাতুন, কোহিনুর খাতুন, অভিভাবক নির্জল হোসেন, মতিয়ার রহমান, আনোয়ারুল ইসলামসহ অন্যান্যরা। এসময় বক্তারা অভিযোগ করেন, উপজেলার দুধসর ইউনিয়নে নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান সাহাবুদ্দিন সাবু ওই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। শুক্রবার গভীর রাতে পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থী টিএ রাজুর সমর্থকরা বিদ্যালয়ে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার দাবী জানান তারা।

ঝিনাইদহের শৈলকুপা পৌর ভবনে হামলা ভাংচুর, মোটর সাইকেলে অগ্নিসংযোগ

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঝিনাইদহের শৈলকুপা পৌরভবনে হামলা ও ভাংচুর ঘটনা ঘটেছে। এসময় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় একটি মোটর সাইকেলে। শনিবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানায়, পৌরসভা এলাকায় অধিপত্য বিস্তার নিয়ে পৌর মেয়র কাজী আশরাফুল আজম ও

উপজেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ওয়াহিদুজ্জামান ইকুর সমর্থকদের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে এ বিরোধ চলে আসছিল।

শনিবার বিকেলে শতাধিক লোকজন দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্রের সজ্জিত হয়ে পৌর ভবনে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। পুড়িয়ে দেওয়া হয় পৌরসভার ভিতরে থাকায় একটি মোটর সাইকেল। কুপিয়ে আহত করা হয় মহিদুল নামের পৌরসভার এক কর্মচারীকে। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহত মহিদুলকে উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

এ ব্যাপারে পৌর মেয়র কাজী আশরাফুল আজম বলেন, আমি তো ঢাকায় আছি। শুনলাম পৌরসভার হামলা করা হয়েছে। ইকু শিকদারের নেতৃত্বে পৌরসভার হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। ওয়াহিদুজ্জামান ইকু বলেন, পৌরসভায় আমার কোন লোকজন হামলা চালায়নি। পৌর মেয়রের নিজেদের লোকজন মারামারি করে আমার উপর দোষারোপ করতে চাচ্ছে। শৈলকুপা থানার ওসি রফিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, এখন পর্যন্ত থানায় কোন অভিযোগ আসেনি। পৌরসভার মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আমরা মাঠে আছি।

আ.লীগ ক্ষমতায় থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন হয়, কোটচাঁদপুরে এমপি-চঞ্চল

ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল বলেছেন, আ.লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন হয়। শিক্ষার্থীরা স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষার পরিবেশ পায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিচ্ছেন। এমনকি আ.লীগ সরকার ক্ষমতায় আসলে শীতার্ত অসহায় মানুষ কম্বল পায়। রবিবার ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার

সাফদারপুর মুনছুর আলী একাডেমীর নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এসময় তিনি বলেন, উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে দেশ। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের ব্যবস্থা করেছেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।

সাফদারপুর মুনছুর আলী একাডিমির প্রধান শিক্ষক আমির আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহাজান আলী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, সাফদারপুর ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি সাবেক ইউপি চেয়ারম্যার নওশের আলী নাসির, পৌর আ.লীগের আহ্বাযক ফারজেল হোসেন মন্ডল। আলোচনা সভা শেষে সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদপ্তরের অর্থায়নে নির্মিত একাডেমীর নতুন ৪ তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন। এসময় উপজেলা ও ইউনিয়ন আ.লীগ এবং অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী সহ শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অবিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর পাসপোর্ট অফিসে এক দালালের এক মাস কারাদন্ড

অনৈতিক উপায়ে জালিয়াতির অভিযোগে মিনারুল ইসলাম (৩৬) নামের পাসপোর্ট অফিসের এক দালালকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডাদেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যামান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সদর উপজেলা সহকারী কশিমনার (ভূমি) মো: আবু সাঈদ।

দন্ডাদেশপ্রাপ্ত মিনারুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার খোরদ গ্রামের সোনাউল্ল্যাহ মন্ডলের ছেলে।

আজ রোববার (৯ জানুয়ারী) বেলা আড়াইটার দিকে মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস চত্ত্বরে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে দন্ডাদেশ দেন তিনি।

ভ্রাম্যামাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো: আবু সাঈদ

জানান, অনৈতিক উপায়ে জালিয়াতি করার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এ মিনারুল ইসলামকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।এসময় জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ডিবির পরিদর্শক জুলফিকার আলী, উপপরিদর্শক হাবীবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বেলা ১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) একটি দল উপপরিদর্শক অজয় কুমার কুন্ডর নেতৃত্বে মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে অভিযান চালিয়ে তাকে ৪ টি পাসপোর্টসহ আটক করেন।

ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই)অজয় কুমার কুন্ডু জানান, মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে এক দালালঅবস্থান করছেন এমন সংবাদের ভিত্ত্বিতে তাকে আটক করা হয়।আটকের পর তার কাছ থেকে ৪ টি পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া তা মোবাইল ফোনের ম্যাসেঞ্জারে অসংখ্য পাসপোর্টের বিভিন্ন তথ্য উদ্ধার করা হয়েছে।

দন্ডাদেশপ্রাপ্ত মিনারুল ইসলামকে কারাগারে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে বলে জানান তিনি।

মেহেরপুরে ইটভাটা ব্যবসায়ী খোকন হত্যা মামলায় ৬ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনী পৌর শহরের ভিটাপাড়ার ইটভাটা ব্যবসায়ী রেজাউল হক খোকন হত্যা মামলায় ৬জনকে বেকসুর খালাস ও ৬ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করেছে আদালত। অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।
রবিবার দুপুরে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এ রায় দেন।
সাজাপ্রাপ্ত আসামীরা হলেন, গাংনী থানা পাড়ার আব্দুল মজিদের ছেলে রফিকুল ইসলাম কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার হোসনাবাদ সেন্টার পাড়ার তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে মাহামুদ হাসান ওরফে রিপন ওরফে রবিনহুড, গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া মাইলমারি গ্রামের নয়ন

মেহেরপুরে সকল জাকের বৃন্দের মানববন্ধন

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর হোগলবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেলিম চৌধুরী এবং মাদক ব্যবসায়ী তপন চৌধুরীর নেতৃত্বে বিশ্ব ইসলামের আর্দশের শ্রেষ্ঠত্বের অন্তর্ভুক্ত দরবারে রেসালাতে মোজাদ্দেদিয়া চরদিয়া পাক দরবার কল্যাণপুর দৌলতপুর কুষ্টিয়ায় হামলা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের প্রতিবাদে মেহেরপুরে সকল জাকের বৃন্দের আয়োজনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা মুরুব্বি তাহাজুল ইসলামের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত ছিলেন,সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম, শহর মুরুব্বি মিজানুর রহমান, মিজান,সেন্টু রহমান, সিদ্দিক আলী সহ প্রমূখ।

চুয়াডাঙ্গায় থার্টিফার্স্টে উচ্চ শব্দে গান বাজানোর প্রতিবাদের জেরে যুবককে কুপিয়ে জখম

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার আরিফ হোসেন (৩৮) নামে এক যুবককে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখমের ঘটনা ঘটেছে। থার্টি ফার্স্ট রাতে উচ্চ শব্দে গান-বাজনার প্রতিবাদের জের ধরে এই হামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ আহত যুবকের।

গতকাল শনিবার রাত ১০ দিকে পৌর এলাকার মহিলা কলেজপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। আহত আরিফকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের নেওয়া হয়। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক ক্ষতস্থানগুলোতে ৫০-৬০টি সেলাই প্রদান করেন।

আরিফ হোসেন সুমিরদিয়া গ্রামের ক্লাবপাড়ার মৃত আমানত আলীর ছেলে বলে জানা গেছে।

তিনি বলেন, থার্টিফার্স্ট নাইটে পৌর এলাকার কেদারগঞ্জপাড়ার আকবার আলীর ছেলে ছোটনসহ কয়েকজন সুমিরদিয়া স্কুলপাড়া জামে মসজিদের পাশে পিকনিকের আয়োজন করে। সেখানে উচ্চস্বরে সাউন্ড সিস্টেমে গান বাজায় তারা। পাশেই মসজিদ হওয়ায় আমি তাদেরকে আস্তে গান বাজানোর অনুরোধ করি। এ সময় তারা আমাকে গালিগালাজ শুরু করে। এতে আমাদের মাঝে তর্কাতর্কি হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গান বন্ধ করে দেয়। পরদিন সদর থানায় উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে বিষয়টি সমাধান করে দেয় পুলিশ।

আরিফ বলেন, আজ (শনিবার) রাতে চুয়াডাঙ্গা থেকে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলাম। এ সময় শহরের সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজের সামনে পৌঁছালে ছোটনসহ কয়েকজন থার্টি ফার্স্টের রাতের ঘটনার জেরে আমার পথরোধ করে। কিছু বোঝার আগেই আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা আমাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের নেয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ওয়াহেদ মাহমুদ রবিন ঢাকা পোস্টেকে বলেন, আহত আরিফ হোসেনের মাথা ও শরীরে বেশ কয়েক জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জখমের চিহ্ন আছে। ক্ষতস্থানগুলোতে ৫০-৬০টি সেলাই দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে ভর্তি করে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা কিংবা রাজশাহী রেফার্ড করা হতে পারে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) মাসুদুর রহমান বলেন, থার্টিফার্স্ট নাইটে গান বাজানোকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। সেটি ১ জানুয়ারি উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে সমাধান করা হয়েছিল। আজ রাতে আরিফ হোসেনকে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে বলে এলাকাবাসী সূত্রে জেনেছি। এ বিষয়ে এখনো কোনো অভিযোগ পাইনি। তবে অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশ ইতোমধ্যে অভিযান চালাচ্ছে।

সারাজীবন চুয়াডাঙ্গা বাসির কথা মনে থাকবে — বিদায়ী জেলা প্রশাসক

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারকে বদলী জনিত বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া করা হয়েছে।

গতকাল দুপুর ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর বেগমপুর ইউনিয়ন আয়োজিত নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়ন পরিষদের হল ররুমে এ বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

বেগমপুর ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বেগমপুর ইউপি চেয়ারম্যান আলী হোসেন জোয়ার্দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্যে বিদায়ী জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, আমি ২০১৯ সালের আগষ্ট মাসে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক হিসাবে যোগদান করি। তারপর থেকে আমি পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে থেকে সর্বদা চেষ্টা করেছি কিভাবে তাদের উন্নয়ন করা সম্বাব। আমি যে কোন কাজ করার আগে সব সময় চিন্তা করে কাজ করেছি। মহামারী করোনার মধ্যে সরাকারী সাহায্য ঠিক মতো পেয়েছে কিনা তা আমি খতিয়ে দেখেছি।

এপর্যন্ত আমার কাছে সরকারী সাহায্য নিয়ে দৃর্নীতি করেছে একটি অভিযোগও আসেনি। তাই আমি চুয়াডাঙ্গা বাসির কাছে ঋণি হয়ে থাকলাম সারাজীবন চুয়াডাঙ্গা বাসির কথা মনে থাকবে। আমি পদন্নতি পেয়ে যুগ্ন সচিব হয়ে চলে যাচ্ছি, আমি যেখানেই থাকিনা কেন দেশের জন্য কাজ করবো, মানুষ আমাকে বলে লোকটা ভালো ছিলো এটাই আমার চাওয়া পাওয়া এটাই আমার তৃপ্তি। আমি সব সময় মানুষের কথার মৃল্যেয়ন করি, যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন জনগনই ক্ষমতার মৃল উৎস।

আমি চুয়াডাঙ্গা জেল খানাতে গিয়ে যারা মাদক ব্যাবসায়ী তাদের সাথে কথা বলে তাদেরকে নগদ অর্থ ও সেলাই মেশিন দিয়ে সহযোগিতা করেছি। তারা আমার কাছে ফোন দেয় স্যার আপনার সেলাই মেশিন পেয়ে এখন অনেক ভালো আছি। তিনি আরও বলেন, তখন আমার নিজের কাছে অনেক তুপ্তি আসে

আমার ভালো লাগে এটাই আমার বড় পাওয়া। তিনি সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন। আমি যেনো যেখানে থাকি সরকার ও জনগনের সেবা করতে পারি।

ইউপি সচিব ফয়জুর রহমানের প্রানবন্ত উপস্থাপনায় উপস্থিত থেকে আরো বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসাক সার্বিক সাজিয়া আফরিন,

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসাক সার্বিক শারমিন আক্তার, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভুইয়া, নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট বিএম তারিকুজ্জামান, সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাজহারুল ইসলাম, প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ইউপি সদস্য জিল্লুর রহমান (জুলমত), কায়েস উদ্দিন, আবু সালেহ, আলী কদর, আহারন নেসা, হালিমা খাতুন, প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলা তাঁতী লীগ থেকে টিটোন বহিস্কার

বাংলাদেশ তাঁতী লীগ মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক কমিটির সদস্য মালেকুল ইসলাম টিটনকে তাঁতী লীগ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। আজ শনিবার রাতে মেহেরপুর জেলা আহবায়ক কমিটির এক জরুরী সিদ্ধান্তে তাকে বহিস্কার করা হয়েছে।
তাাঁতী লীগের আহবায়ক মো: নূরুল ইসলাম সুবাদ ও সদস্য সচিব মো: জুয়েল রানা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে সংগঠনের নীতি,আদর্শ শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যকলাপে জড়িত থাকায় মালেকুল ইসলাম টিটনকে তাঁতী লীগের সদস্য পদ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।
তাঁতী লীগের আহবায়ক মো: নূরুল ইসলাম সুবাদ মুঠো ফোনে বলেন, মালেকুল ইসলাম টিটনের বিরুদ্ধে অনেক গুলো অভিযোগ রয়েছে, যা সংগঠন বিরোধী। যে কারণে তাকে কমিটি থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। এ দিকে তাঁতী লীগের আহবায়ক কমিটির দায়িত্ব শীল এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, মালেকুল ইসলাম টিটনের ছোট ভাই রিকন মাদক ব্যবসা করতে যেয়ে আইনশৃংখলা বাহীনীর হাতে গুলিবৃদ্ধ হয়ে নিহত হয়। সেও দু দুবার মাদক নিয়ে ধারা পরেছে। বিভিন্ন ব্যবসা

প্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালতে সে হুমকী ধামকী দিয়ে চাঁদা বাজি করে। সাধারন মানুষকে চাকরি পাইয়ে দেবার নাম করে টাকা হাতিয়ে নেই। কথায় কথায় সে দেখে নেবার হুমকী দেয়। কয়েক দিন আগে বিসিকে দলের নাম ভাঙ্গীয়ে সাংবাদিক ও উদ্যোক্তাদের লাঞ্চিত করে। এতে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। তাঁতী লীগের ১৮ সদস্য বিশিষ্ট্য আহবায়ক কমিটির সে ১৩ নম্বর সদস্য হলেও নিজেকে কখনো সভাপতি আবার কখনো সহ সভাপতির পরিচয় দিয়ে ব্লাকমেল করে। একারনে আজ শনিবার সন্ধ্যায় এক জরুরী সিদ্ধন্তে তাতী লীগথেকে মালেকুল ইসলাম টিটোনকে বহিস্কার করা হয়েছে।
উল্লেখ্য গত সোমবার (৩ জানুয়ারী) মেহেরপুর বিসিক শিল্প নগরীতে করোনা পেকেজের লোনের আবেদনের বিষয়ে উদ্যোক্তারা খোঁজ নিতে গেলে মালিকুল ইসলাম টিটোনের নেতৃত্বে বহিরাগত একদল সন্ত্রাসী তিন উদ্যোক্তা ও সাংবাদিকদের লাঞ্চিত করে।

তিতুদহ ইউনিয়নে নির্বাচনী গণসংযোগ করলেন নৌকার প্রার্থী শুকুর আলী

আসন্ন তিতুদহ ইউপি নির্বাচন। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারী ৭ ধাপে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইউপি নির্বাচন। এ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নে দর্শনা থানার আওয়ামীলীগের নৌকার মনোনীত প্রার্থী শুকুর আলীর নির্বাচনী গণসংযোগ করেছেন।
গতকাল শনিবার সন্ধায় ইউনিয়নের ছোট সলুয়া, ৬২ আড়িয়া, গ্রীসনগর বাজার সহ তিতুদহ ইউনিয়নের বিভিন্ন ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান ও চায়ের দোকানে দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে গণসংযোগ করেন শুকুর আলী। গণসংযোগের এক পর্যায় গ্রামের ছোট সলুয়ার গণি বিশ্বসের মোড়ে মোনাজাত আলীর মুদি দোকানের সামনে গণি বিশ্বাসের সাথে নির্বাচনী গণসংযোগে মিলিত হয় এবং সকলের নিকট দোয়া এবং ভোট কামনা করেন তিতুদহ ইউনিয়নের আওয়ামীলীগের সভাপতি ও দলীয় মনোনীত নৌকার চেয়ারম্যান প্রার্থী শুকুর আলী।
গণসংযোগ কালে উপস্থিত ছিলেন, তিতুদহ আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি, নজরুল ইসলাম, যুগ্ন সাধারন সম্পাদক শরিফুল ইসলাম ওরফে লিটন মেম্বর, তিতুদহ ইউনিয়ন আওয়ামীগীগ ২নং সচিব হায়দার মল্লিক,